হরিনাকুণ্ডু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালালেন এমপি আলী আজম

ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার চালানোর মধ্য দিয়ে হরিণাকুণ্ডুতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করলেন ঝিনাইদহ-২ আসনের এমপি আলি আজম মোঃ আবু বকর।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রবেশ করেন তিনি। এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান উপজেলা স্থাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার আলমগীর হোসাইন এর সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সমস্ত রোগীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। স্বক্ষাত শেষে সম্মেলন কক্ষে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিচ্ছন্ন কর্মী সকলের সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলো শোনেন এবং সমাধানের প্রতিশ্রুতিদেন এবং পরবর্তীতে তিনি তার দলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হসপিটালের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে যোগ দেন।

পরিচ্ছন্নতা শেষে এমপি সাংবাদিকদের বলেন,” এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি এখানে যেসব সংকট রয়েছে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করা হবে। কেবল বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই না এই হাসপাতালের যারা ডাক্তার-কর্মকর্তা রয়েছেন তাদেরও মনের দিক দিয়ে পরিষ্কার হতে হবে জনগণকে সঠিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে।”

পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর সময় আলী আজম মোঃ আবু বকর এর সফর সঙ্গী ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল আউয়াল, হরিনাকুন্ডু উপজেলা আমির বাবুল হোসাইন, উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার ইদ্রিস আলী, পৌর আমির শফিউদ্দিন সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী।

এছাড়াও পৌরসভার বিভিন্ন মোড়ে বিশেষ করে, বাস স্ট্যান্ড, টেম্পু স্ট্যান্ড, ইজিবাইক স্ট্যান্ড, পাখি ভ্যান স্ট্যান্ডে, হতদরিদ্র

মানুষগুলোর থেকে যারা টাকা আদায় করেন তাদেরকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন। তারা যদি পরিবর্তন না হয় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লালন শাহ সরকারি কলেজ পর্যন্ত তিনি পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও সালাম প্রদান করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গুসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহের উদ্বোধন

“নিজ আঙিনা পরিস্কার রাখি সবাই মিলে সুস্থ থাকি” এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গুসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ-২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, ডেঙ্গু রোগটি এখন আর শুধু শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৭৬ শতাংশ ডেঙ্গু রোগী ঢাকার বাইরের। ফলে এডিস মশা এবং ডেঙ্গু রোগ দুটি সারাদেশে সমানভাবে ছড়িয়েছে। মারাত্মক ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে এর প্রজনন স্থান নষ্ট করতে সবাইকে সচেতন করতেই এই আয়োজন।তিনি বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আমরা সচেতন হলেই এডিস মশার জন্মানোর উৎস ধ্বংস করতে পারি। স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে মারাত্মক ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে প্রজনন স্থান নষ্ট করতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে কার্যকর কোনও উপায় এখনও পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। তাই এ বিষয়ে আমাদের সবাইকে সচেতন

হতে হবে, জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আলোচনা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. আওলিয়ার রহমান। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিমুদ্দিন আল আজাদ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন প্রমুখ। জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার শাহিদুল আলমের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাঁদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সিনিয়র রোভার মেট আল মুতাকাব্বির বিশ্বাস সাকিব। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন কালেক্টরেট জামে মসজিদের ইমাম ক্বারি কবির আহম্মেদ ও গীতা পাঠ করেন বাবু সুনীল মল্লিক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ, জেলা মার্কেটিং অফিসার সহিদুল ইসলাম, জেলা রোভারের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল হাসান প্রমুখ।

মুজিবনগরে সবুজায়ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

ঐতিহাসিক মুজিবনগর কে সারা বাংলাদেশ এবং বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে শুরু হয়েছে”সবুজ মুজিবনগর পরিচ্ছন্ন মুজিবনগর” কর্মসূচি।

স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী বাংলাদেশ প্রথম সরকারের শপথ ভূমি ঐতিহাসিক মুজিবনগর একটি বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।যেখানে সারা বছরই দেশ-বিদেশের অনেক পর্যটক মুক্তিযুদ্ধকে জানতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কে জানতে এই ঐতিহাসিক মুজিবনগরে আসেন। ঐতিহাসিক স্থানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ